মুরগির রাণীক্ষেত রোগ নিয়ন্ত্রণ

ভূমিকা

রাণীক্ষেত বা Newcastle disease মুরগি তথা পাখি জাতের ভাইরাসজনিত একটি মারাত্মক রোগ। ১৯২৬ সালে ইন্দোনেশিয়ার জাভায় রোগটি প্রথম সনাক্ত করা হয়। বাংলাদেশে এ রোগ বহু আগেই সনাক্ত করা হয়েছে। যে কোন বয়সের মুরগিই এ রোগে আক্রান্ত হতে পারে। বাচ্চা মুরগিতে এ রোগে মৃত্যুর হার শতকরা ৯০ ভাগের উপর। বয়স্ক মুরগিতে মৃত্যুর হার কিছুটা কম। এ দেশে মোট মৃত মুরগির শতকরা ৪০-৬০ ভাগ মৃত্যু হয় রাণীক্ষেত রোগে। দেশী চড়ে বেড়ানো এবং বাণিজ্যিক উভয় প্রকার মুরগিতে এ রোগের প্রাদুর্ভাব হতে পারে। বছরের যেকোন ঋতুতেই এ রোগ দেখা দিতে পারে। তবে হঠাৎ বৃষ্টি বা আবহাওয়ার যে কোন পরিবর্তনে যখন মুরগি পীড়ন জনিত সমস্যায় ভোগে তখন এরোগের প্রাদুর্ভাব বেশি হয়। অধিক মৃত্যু হারের জন্য খামারিরা আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয় ফলে ক্ষুদ্র খামারিরা খামার বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়। এ অবস্থা পোল্ট্রি শিল্পের জন্য হুমকি স্বরূপ। তথ্যানুসন্ধানে দেখা যায় যে, দেশে উৎপাদিত এবং আমদানিকৃত টিকা খামারিরা নিয়মিত ব্যবহার করেও খামারে কোন কোন ক্ষেত্রে রানীক্ষেত রোগ দেখা দিচ্ছে। টিকা ব্যবহারের পরও খামারে কখনও কখনও রানীক্ষেত রোগ দেখা দেয়ার কারণ নিম্নে দেয়া হল।

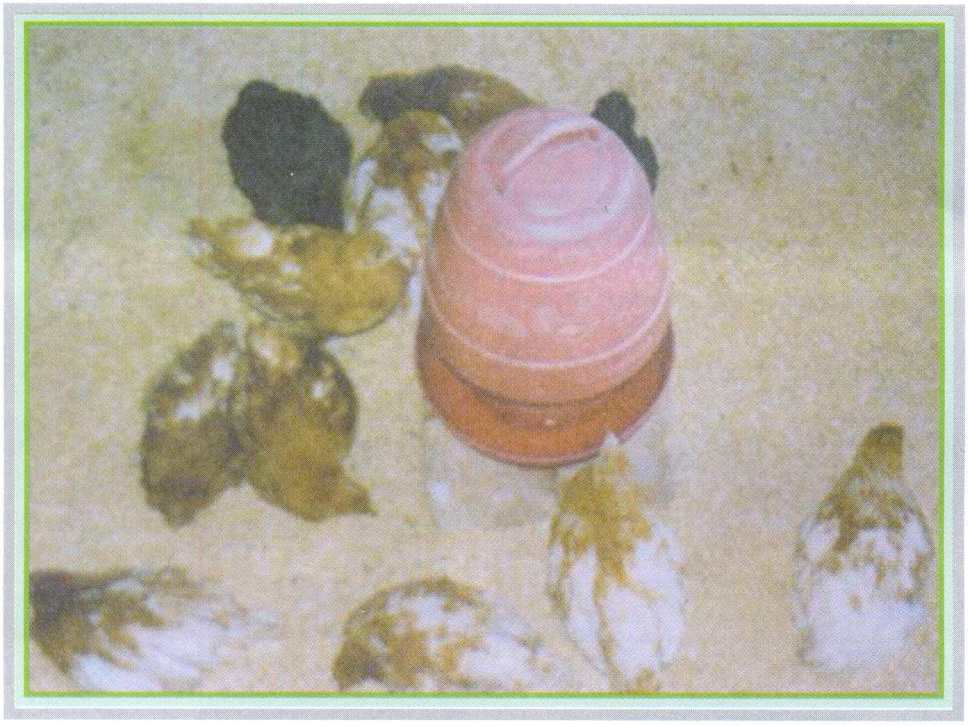

টিকা ব্যবস্থাপনা ও ব্যবহারজনিত ত্রুটি

- সঠিক তাপমাত্রায় টিকা সংরক্ষণ করা না হলে,
- সঠিক মাত্রায় টিকা প্রয়োগ করা না হলে,
- টিকার গুণগত মান ঠিক না থাকলে,
- জীবাণুমুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করা না হলে,
- টিকা প্রদানকারীর ব্যবহারিক জ্ঞানের অভাব থাকলে।